Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

৪৭ বর্ষ ✿ জুলাই ✿ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ✿ ২০১০ ✿ ১২শ সংখ্যা

পারমার্থিক মাসিকপত্রিকা

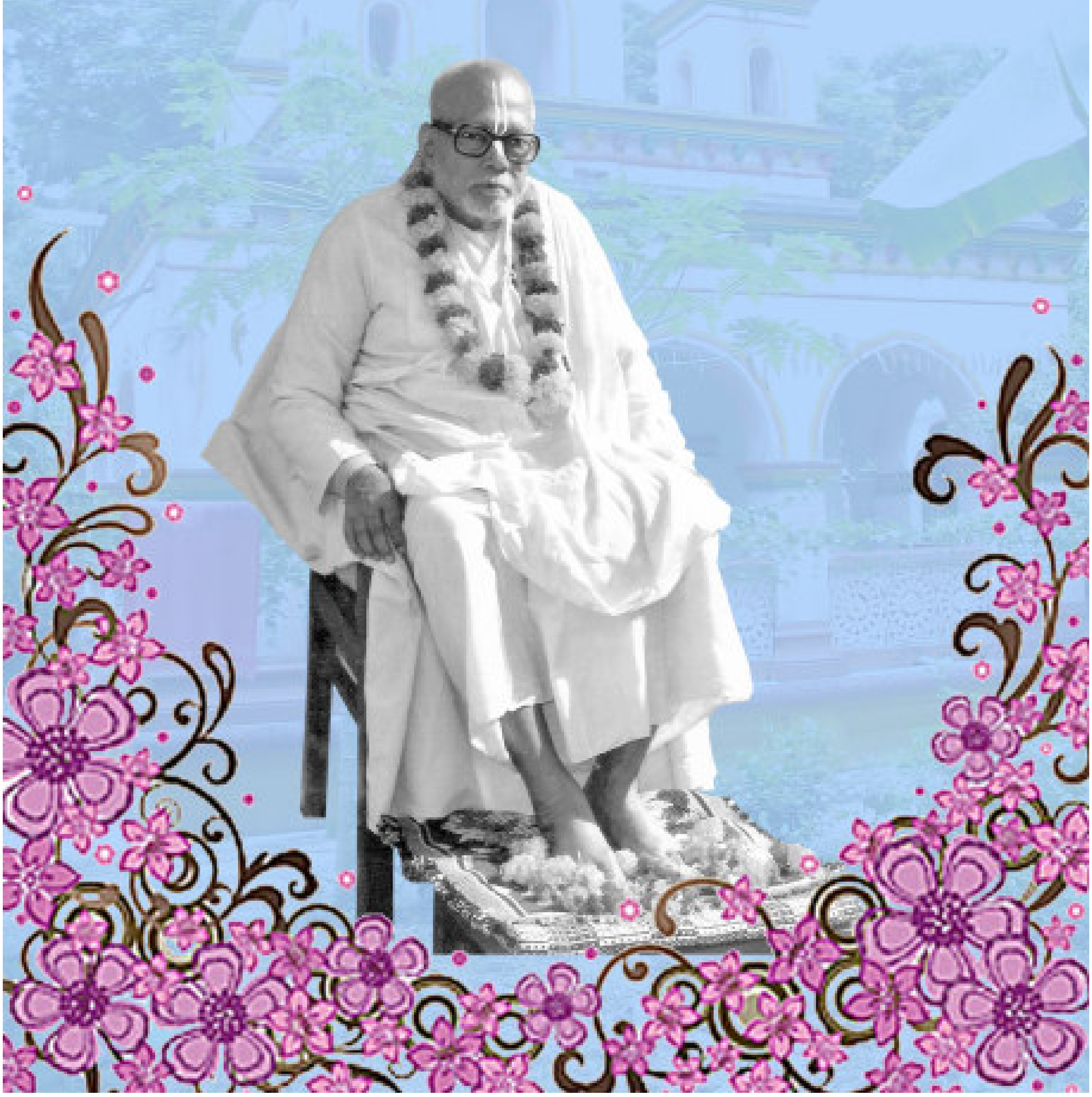

শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা -3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোন ঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) ফোন ঃ- 235054 STD-03220
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম,কুলুশীর্ষা,কুড়মিঠা,বীরভূম(পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), ফোন-06752-2310671
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী,
১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001
বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন,
মথুরা- 281121 ফোন-2444153 STD-0565
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড
জেলা-মথুরা, ইউ পি,
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর), গুয়াহাটী-৮,
ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	২২৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	২২৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	২২৬
৪।	শ্রীশ্রী বলদেব প্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মহোৎসব	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	২২৮
৫।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	২৩১
৭।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত	২৩৩
৮।	আমরা বাণীর পিয়ন	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	২৩৫
৯।	গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক লণ্ডন ও আমেরিকায় প্রচার	... ...	২৩৭

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্‌ পরিব্রাজক মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৭ বর্ষ ❧ জুলাই ❧ শ্রীশ্রী গুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❧ ২০১০ ❧ ১২শ সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

বহির্ম্মুখ লোকের বিচার কি?

"বহির্ম্মুখ লোক মনে করে,—'আমরা বুদ্ধিবলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিতেছি!' বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়া থাকে—এ কথা একবারও স্মরণ করে না।"

—*'অহংমম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ*

কাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না? জীবের নাস্তিকতা দ্বারা ঈশ্বরের কি কোন ক্ষতি হয়?

"যে-সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?"

—*'চৈঃ শিঃ', ১/১*

আধ্যক্ষিকতা দ্বারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়?

"কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে।"

—*চৈঃ শিঃ ১/১*

নিরীশ্বর-মানব কি পশু হইতে শ্রেষ্ঠ?

"সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান-সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।" —*চৈঃ শিঃ ১/১*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার দ্বারা বা মিছা ভক্তিদ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে প্রীত করা যায় না। অন্তরে ও বাহিরে সমান হ'য়ে হরিভজন না ক'রলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যায় না। বাহিরে এই স্থূল শরীরের উপর কারচুপি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগ মাত্র; তা' কখনও ভগবানের সেবা নয়। মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প ও বিকল্প। ঐ মনোধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে যা' কিছু করা যায়, তা' আত্মধর্ম্ম ভক্তি নয়। কৃষ্ণ জড়জগতের কাজ ক'র্‌তে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সেব্য বস্তু।

ভগবান্—বিভু চেতন, নিত্যবস্তু; আর তাঁ'র অংশ ব'লে আমরাও নিত্যবস্তু; ভগবানের সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আমরা তাঁ'র কথা ভুলে গিয়েছি ব'লে তিনি এখন আমাদের নিকট হ'তে বহু দূরে আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বা-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁ'র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ক'রলে আমাদের যাবতীয় পাপ—সকলপ্রকার অসুবিধা দূর ক'রে দিয়ে তাঁ'র সঙ্গ প্রদান করবেন। পার্থিব জিনিষগুলি থাকে না; কিন্তু যে জিনিষ নিত্য পরম মঙ্গলময়, তাঁ'র সঙ্গবিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌতপথে জানতে পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলেই অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। শ্রবণ করবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দশ্রবণের জন্য, শব্দ না থাকলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করতে পারি না। বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়চালনা করতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন।

কৃষ্ণ প্রেমময়, তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পেলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই, কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাবে। শ্রীনামভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহ জগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হচ্ছে, তা অপসারিত করে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করতে হবে।

যিনি আপাত সুখ দুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতর চিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।

হরিকথা বলাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কীর্ত্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণলীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্য শব্দকে এক মনে করা মহাপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল জিনিষগুলি সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। মায়ার কথা বা ভোগবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ বোঝাই হইয়া আছে। অতএব অসুবিধাগুলিকে দূর করিতে হইলে এখন প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। সাধুগুরুর মুখে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে ২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণস্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

আমরা এ জগতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর আশাভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে—মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুরও প্রভু; সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমরা প্রভুরূপে পাইয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন পরতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব এবং দ্বিভুজ; তিনি গোলোকবৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। স্বয়ংরূপবস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশবস্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গললাভ হয়। তাঁহাতে অসূয়া বা

মৎসরতা করিতে হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটি রিপু একাধারে অসূয়া বা মাৎসর্য্যে বিদ্যমান থাকে। কামাদি রিপুসকল প্রবল হইলে মৎসরতার সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, সেই নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তাঁহারই কৃপায় রিপুসকল দমিত হয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকৃপা ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে হরিভজন হয় না। হরিবিমুখ ব্যক্তি পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপফলে নরকাদিতে যন্ত্রণা লাভ করে। ত্রিতাপে তাপিত হইয়াও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে আমাদের সদ্গতি হইবে? ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধাবিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ়-বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্ দিন মরিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অস্থায়ী জিনিষের সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, কুকুরের সেবা করিয়া ভাঙ্গী হইব না—গো-গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহ্য হইব। আমরা মক্ষিকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করিব। এজগতে ক্ষুদ্র বস্তুর ভালমন্দ, পাপপুণ্য-বিচার—সকলই মনোধর্ম্ম।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ বা ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয় ভোগ হইয়া যাইবে। জগতের যত লোক আছে, তাহাদের যত কথা, সমস্তই ভোগের কথা; তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাওয়া যায় না; নামাপরাধ কিছু নাম নহে। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীমন্ত্রের কৃপায় মননধর্ম্ম বা ভোগপ্রদ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয়। সংসারমুক্ত সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণসেবা—একই বস্তু।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি-অমরবস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য, তাঁ'র সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষই আমাদের নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়; মুহূর্ত্তের জন্যও যেন শ্রী গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে লবমাত্রও যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই—অন্য বাজে লোকের কোন পরামর্শ শুনে যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে বঞ্চিত না হই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচার-প্রণালী অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—এটি শরণাগতের লক্ষণ। আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। সকল মঙ্গলের আলয়স্বরূপ, ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র ক'রে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রও কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রও কাছে যে'তে হয় না, তিনি সদ্‌গুরু। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি-সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ ক'রিয়ে দেন এবং আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন এমন যে পরমা শক্তি, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ❑

বিশেষ জ্ঞাতব্য

জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ বা মিশনে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রচার কার্য্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মিশন কর্তৃপক্ষ সারা জীবনের দায়িত্ব বহন করিবেন।

বিস্তারিত জানিবার জন্য এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন—২৫৫৪৪১৫৫, ২৫৪৩১৩৮৭, ৯৪৩৩০১১৬২০

হরিকথা প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা ছাড়া জীবের আর অন্য গতি নাই। যেখানে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার জন্য যত্ন নাই, গুরুর সঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই—গুরুর নিকট যাইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, সেখানে কপটতা বা অন্যাভিলাষের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছে, জানিতে হইবে। আশ্রয়বিগ্রহকে বাদ দিয়া বিষয়বিগ্রহের কাছে যাওয়া যায় না। আশ্রয়ের কৃপায় বিষয়ের কৃপা বা কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। জীব কখনও direct বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে না। কেহ যাইতে ইচ্ছা করিলেও কৃষ্ণ সেখানে নিজেকে সংগোপন করেন। কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের দয়ার তুলনা নাই। যে-কোন ব্যক্তি তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারেন। অকুটিল হইলে সকলেরই সাক্ষাদ্‌ভাবে গুরুপাদপদ্ম-সঙ্গ ও সেবাসৌভাগ্য লাভ করিবার অধিকার আছে। যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করেন, যাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সকল কার্য্যই গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য, যিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, গুরু-কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই যাঁহার সহজ চিত্তবৃত্তি, সেইরূপ ঐকান্তিক গুরুদেবতাত্মা বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুসেবা হয়। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়ায় যাঁহার দর্শনাদি সবই গুরু অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যিনি প্রাকৃত-দর্শন বা ভোগ্যদর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিরন্তর গুরুদর্শন—সেব্যদর্শন বা সুদর্শনে প্রতিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্ম্মল-হৃদয়, দৈন্যভূষিত পবিত্রচরিত্র সেবাগতপ্রাণ স্বচ্ছ গুরুদাস বৈষ্ণবের ন্যায় পরমবান্ধব আমাদের আর কেহ নাই। অদেব কখনও দেবতার সেবা করিতে পারে না। যাঁহার ভক্তি বা বৈষ্ণবতা আছে, তিনিই সাধু। সেই সাধুগণের—বৈষ্ণবঠাকুরগণের সঙ্গ করা ও দাস হওয়াই মঙ্গল। নিজেকে সকলের চেয়ে দীনহীন, কাঙ্গাল, পতিত ও পামর জানিয়া কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সঙ্গে থাকিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের উদিত হউক। 'বড় আমি' হইবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের না হউক, গুরুবৈষ্ণবের দাস্য পরিহার করিয়া লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার আত্মবিনাশকারিণী দাম্ভিকতা যেন আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত থাকেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন বলিয়া প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ভক্ত নিজ বিরোধীর প্রতি বিতৃষ্ণ হন না, আবার কৃপাপাত্রের প্রতিও অনেক সময় কোন বাহ্যিক অনুগ্রহ দেখান না। তিনি বলেন,—জগতে আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন কেহই নাই; সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। ভক্ত জাগতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কোন ধার ধারেন না। তিনি কৃষ্ণাকৃষ্ট। সাধুর প্রকৃত স্নেহপাত্র কখনও কু-বিষয়ে প্রমত্ত হইতে পারেন না। সাধু শিষ্যাভিমানী কপটীকে গ্রহণও করেন না, দূরে ত্যাগও করেন না, সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায়। সাধু যাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। সাধুর অমায়ায় দয়া পাইলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়, বিষয়াসক্তি বিচ্ছিন্ন হয়, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। সাধুদর্শন হইলেই পার্থিব অহঙ্কার বা জড়াভিমান হ্রাস পাইতে থাকে। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুত্ব হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। প্রকৃত সাধু সেরূপ কপট নহেন। ভগবানে যে তাঁহার প্রীতি আছে, একথা ভক্ত কাহাকেও জানিতে দেন না। শরণাগতিই তাঁহার ভূষণ। অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে ভক্ত সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। ভক্তের নিষ্কপটে স্নেহ অতুলনীয়। সেই স্নেহকৃপার এককণা লাভ হইলেই জীবের ভক্তিতে প্রবেশাধিকার হয়, জীবের জীবন সার্থক হয়। সাধু-গুরুর কৃপা হইলে কৃষ্ণে মতি হইবেই। যেখানে কৃপা, সেখানে সুদৃঢ়বিশ্বাস বা দৃঢ়তা থাকিবেই।

প্রীতির বস্তু একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্। অপরের সঙ্গ আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের মন অনেক কিছু চায়, মনের রসদ যোগাইতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের সুখ বিধান করা যাইবে না। আমরা মনের কথা কিছুতেই শুনিব না—ইহা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে। আমি নিজের জন্য যাহা

কিছু করি, তাহা সেবা নহে। গুরুবৈষ্ণবের উপদেশ ও বাণী আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাতে উদাসীন হইলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। অন্যাভিলাষ থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের আদেশ ঠিক ঠিক পালন করা যায় না, মায়া আমাদিগকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। ইতর বিষয়ে রাগ থাকিলে হরিতে রাগ হইবে না।

সর্ব্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকা দরকার। যাঁহারা বাস্তবিক আমাদিগকে ভালবাসেন, সেই গুরুবৈষ্ণবকে ভালবাসি না, ইহাই দুঃখ। ইহার কারণ আমরা দাস হইতে চাহি না, প্রভুতাই আমাদের প্রিয়।

সেবা-অনুসন্ধানই আমাদের কাজ। ইহাই সেবা। সেবা দেওয়া না দেওয়া সেব্যের ইচ্ছা। তবে আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে পাওয়া যায়ই—ইহাই ভরসা।

সকলকে যথাসাধ্য গুরুসেবায় সাহায্য করা দরকার। সকলেই প্রভুর সেবক; তাঁহাদের সেবাই আমাদের কৃত্য।

আমাদের কাতর প্রার্থনা অন্তর্যামী প্রভুর নিকট সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে। ঠাকুর ত' অন্তরেই আছেন। প্রথমমুখে আমাদের হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে স্বসুখবাসনারূপ কাম যদি থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহা গর্হণ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে থাকিলে তাহা অপসারিত হইবে। বহির্দ্দর্শনে অন্তর্দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। জগৎ জগদীশের সেবোপকরণ, সুতরাং আমার গুরু। আমি জানি, আর না জানি, সকল বস্তুই আমার সেব্য—এই জ্ঞান থাকা দরকার। সেব্য-জ্ঞান না থাকিলে ভোগ্যজ্ঞান অপসারিত হয় না। নিজেকে ঠাকুরের দীনহীন কাঙ্গাল ভৃত্য জানিতে হইবে। অভক্ত-সঙ্গ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জড়সান্নিধ্যই বাধা বা বিঘ্ন। চেতনসান্নিধ্য বা গুরুসান্নিধ্য না থাকিলে লঘু-সন্নিকর্ষ থাকিবেই। সেব্য-দর্শন না হইলে কৃত্রিমভাবে ভোগ্যদর্শন যায় না। চেতনদর্শনই সেব্যদর্শন। সমস্ত বস্তুকে প্রভুসেবোপকরণরূপে দর্শনই সুষ্ঠু-দর্শন বা গুরু-দর্শন।

জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথগমন হইতে জীবের রক্ষা নাই। সাধারণ লোক গুরুকে যেভাবে দেখে, গুরুর অন্তরঙ্গ সেবকগণ তাঁহাকে সেভাবে দেখেন না। তাঁহারা গুরুকে ভগবানের পরম প্রেষ্ঠ ও অভিন্ন বলিয়াই দর্শন করেন। সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের সুখ-বিধানেই আমাদের যত্নপর হওয়া উচিত।

ভক্তি জিনিষটি প্রভুতা-রস নহে; তাহা দাস্য রস। ভোগটাই প্রভুতা-রস। এই প্রভুতারসের প্রতি বৈরাগ্য থাকা দরকার। অক্ষজ-সেবা—ভোগ, অপরোক্ষ-সেবা—ত্যাগ এবং অধোক্ষজ-সেবাই ভক্তি। আমরা সকলেই গুরুবৈষ্ণবের পদসংলগ্ন ধূলি—অযোগ্য হইলেও নিত্যকিঙ্কর। নিজেকে তাঁহাদের পদধূলি বলিয়া জানাই তাঁহাদের পদধূলি হওয়া।

মঙ্গলের পথে খুব boldly অগ্রসর হইতে হইবে; ভয় পাইলেই মায়া ধরিবে। যাহার রক্ষক আছে, সে খুব bold. আমাদের সকলেরই চেতনায় boldness আসুক।

Positive progress-এর দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে Negative-টাও ত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ যুগপৎই হইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ কৃপাভিক্ষাই করিতে হইবে, নতুবা কর্ত্তৃত্বাভিমান যাইবে না। যেখানে 'আমি কর্ত্তা'—এইভাব, সেখানেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগবাসনা থাকিবেই; আর যেখানে কিঙ্করাভিমান, সেখানে প্রতিষ্ঠাত্যাগ ও কৈঙ্কর্য্য স্বাভাবিক। গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতেই যোগ্যতা আসে, ভোগত্যাগ-বাঞ্ছা নষ্ট হয়। ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, ইহা কল্পনা নহে, বাস্তব সত্য। ইহা অন্তর্মুখের অন্তরে কথা—উপলব্ধির কথা—শাস্ত্রের কথা—যিনি হৃদয়ে আছেন, তাঁহারই কথা। ইহা লোকের সাজান কথা নহে। এই বাক্যে যাঁহার যত বিশ্বাস, তিনি তত অন্তর্মুখ বা মঙ্গলের পথে ধাবিত। ❑

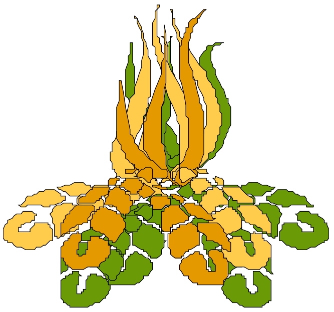

শ্রীশ্রী বলদেব প্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মহোৎসব

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

বাগবাজার, কলকাতা

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করে আজ আমরা সারস্বত শ্রবণ সদনে রাধা-বিনোদানন্দজীউর শ্রীচরণ প্রান্তিকে বসে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ সংকীর্ত্তন মহোৎসবে শ্রীবলদেবের তিথি পূজা আরাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

বলদেবের তিথি পূজা মানে সমস্ত ভগবৎ তত্ত্বের পূজা। বলদেব কে? বলদেব হচ্ছেন স্বয়ং ভগবানের স্বয়ং প্রকাশ তত্ত্ব। যিনি বলদেব তিনি ভগবান্ কৃষ্ণই। কিন্তু সেবক ভগবান্ রূপে তিনি রোল করেন বলে exact স্বয়ং ভগবান্ বলা হয় না। স্বয়ং ভগবান্ বলতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বোঝায়। স্বয়ং ভগবত্বা-গুণ একমাত্র কৃষ্ণেরই রয়েছে। আর বলদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ। ভগবান্ যখন ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করতে বা নতুন কিছু লীলা প্রকাশ করতে তখন তাঁকে বলদেবের সহায়তা নিতে হয়। এখানে তো স্বয়ং রূপের বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং ভগবানের তো কারোর দরকার লাগে না। (বলদেব হচ্ছেন self same) নিজেই নিজের সেবা করা—স্বয়ং ভগবান্ যিনি কৃষ্ণচন্দ্র তিনি নিজের সেবা নিজ তত্ত্বের দ্বারাই করিয়ে নেন। সেজন্য শয়ন, ব্যসন, উপাধান—যা কিছু সমস্তই ভগবান্ বলদেবের থেকে manufactured হয়। আর **জীব জগৎও প্রকাশিত হয়েছে বলদেব তত্ত্বের থেকে—স্বয়ং ভগবৎতত্ত্বের থেকে নয়। সেজন্য জীব ভগবৎ ভোলা হয়ে যায়। জীব যদি ভগবানের থেকে সৃষ্ট হয় তবে তার ভগবৎ বিস্মৃতি আসার কথা নয়, তাহলে বিস্মৃতি হচ্ছে কেন? না-জীব বলদেবের থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে।** বলদেব তত্ত্বের সঙ্গে ভগবৎতত্ত্বের এইখানে difference (তফাৎ)। ইনি হচ্ছেন সেবক ভগবান আর কৃষ্ণচন্দ্র হচ্ছেন স্বয়ং রূপ ভগবান্, স্বয়ং লীল—তিনি ইচ্ছায় প্রধান, তিনি ইচ্ছা করেন শুধু। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যিনি তিনি কেবল ভগবৎসত্ত্বার অধিকারী হয়ে ভোগবাঞ্ছা করেন, কেবল ভোগ তিনি চান। তাঁর ভোগ রচনা করাই হচ্ছে আর সব তত্ত্বের কাজ। যত অবতার হয়েছে, বলদেবই প্রথম প্রকাশ। বলদেবের থেকেই সব তত্ত্বের অবতরণ হয়। সেজন্য বলদেব তত্ত্বের কাছে আমাদের আসতেই হয়। বলরাম মানে ভগবানের সেবন ধর্ম্মে যা কিছু আছে সমস্ত **চিদ্ বলের Emporium তাই বলরাম। আর বলভদ্র মানে সমস্ত শক্তিমত্তাতে তিনি সৌষ্ঠবতা রাখেন বলে তাঁকে বলভদ্র বলা হয়।** বলভদ্র, বলরাম সব সমার্থক শব্দ, বলদেব প্রভু সর্বতোভাবে সেবা করেছেন কৃষ্ণের। কৃষ্ণ যখন গোচারণে যেতেন তখনও বলরাম যেতেন। কিন্তু দুজনের সেবা এক নয়, কৃষ্ণ গোচারণ লীলাতে গো-বৎস সমস্তকে নিয়ে চলতেন আর উনি যেতেন যাতে প্রভুর লীলায় কোনো বিঘ্ন না হয় সেজন্য শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে। মধুরভাবে বংশীবাদন করেন যিনি তিনি হলেন কৃষ্ণ। কিন্তু সেই কৃষ্ণের মধুরভাবে বংশীবাদন করতে যিনি সহায়তা করেন তিনি হলেন বলরাম। বলরাম বংশীবাদন করেন না, তিনি বাজান শিঙ্গা। শিঙ্গা বিকট শব্দ করে। শিঙ্গা বাজানোর দ্বারা সব ত্রস্ত, চকিত হয়ে যায়, গৃহপালিত পশুর যারা শত্রু তারা চকিত হয়ে যায়। আর অসুর-টসুর তারাও ভয় ভীত হয়ে যায়। তাই শিঙ্গা বাদন হচ্ছে বলদেবের সেবা। আবার গোচারণ করতে করতে যখন কৃষ্ণ tired হয়ে পড়েন তখন তিনি বাৎসল্য রসে মা-বাবার মতো কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে খাওয়ান, ঘুম পাড়ান এত বড় মহীয়ান সেবার অধিকারী বলরাম। ভগবানের স্বরূপের ধর্ম্মে ধর্মী এবং সেবন ধর্ম্মে **উন্নীত** এরকম একটি তত্ত্ব হচ্ছেন বলদেব তত্ত্ব। বলদেব তত্ত্বে সংশয় থাকলে আমাদের ভক্তি হবে না। ভক্তি করতে গেলে বলরামের বলবীর্য্য-চিদ্বল ভিক্ষা করতে হয়।—গৌড়ীয়দের উপাস্য বটে। গৌড়ীয়রা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সুচারু সেবা করতে চান বলে বলদেবের কৃপায় অপেক্ষা করেন। সেজন্য আমাদের এই একমাস ব্যাপী যে হরিস্মরণ সংকীর্ত্তন মহোৎসব এতে বলদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত করিয়ে এবং তাঁর সেবা সৌকর্য্য দর্শন করিয়ে তবে আমরা কৃষ্ণ সেবার দিকে অগ্রসর হব। তারপর আরো

depth এ যখন যাবো তখন রাধাঠাকুরাণীর সেবার দিকে অগ্রসর হব। স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলরাম, শক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাধাঠাকুরাণীর সেবা। আর এই সমস্ত তত্ত্বের কাছে যেতে গেলে ভগবানের শক্তিমত্তার হ্লাদিনী বৃত্তিতে যাঁরা ভরপুর হয়ে থাকেন সেই সমস্ত তত্ত্বের কাছে যেতে হবে। সেজন্য ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব তিথি এগুলো পালনীয় হয়ে থাকে। আবির্ভাব তিথি এবং তিরোভাব তিথি পালনের দ্বারা ভগবানের ভক্তের কৃপা পাওয়া যায়। ভগবানের ভক্তের কৃপা পেলে আমরা সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা করতে পারি। সেজন্য এই সমস্ত তত্ত্বের আরাধনা করার বিধি রয়েছে। সেই বলরামই আবার গৌর লীলায় নিত্যানন্দ হয়ে এসেছেন। আর রামচন্দ্র লীলায় লক্ষ্মণ হয়ে এসেছেন—ছোটো হয়ে এসে সেবা করেছেন। অনেক সময় দুঃখের সঙ্গে করেছেন। রাম ছিলেন বড়ভাই, যা আদেশ করবেন তাঁকে মানতে হবে। কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও সীতাদেবীকে বনবাসে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছিল, কিন্তু তিনি মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। কেন? না তিনি ছোটো ভাই ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ লীলায় বললেন,—এ লীলায় তোমাকে বলতে হবে না আমাকে, আমি তোমাকে বলব। তাই কৃষ্ণলীলায় তিনি বড়ভাই বলরাম—দাওজি হয়ে এসেছিলেন, দাওজির কথা সারা ব্রজে প্রসিদ্ধ আছে, ব্রজের রাজা—তাঁর কথা সকলেই মানে। সেজন্য দাওজি বা দাদাজি সর্ব প্রিয় নাম। বলরামের ডাক নাম। ‘‘দাওজি কি ভাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া’’। একনামে, একডাকে সবাই বুঝতে পারেন। বলরাম এ সমস্ত লীলা করেছেন। কৃষ্ণের সব Parallel লীলা রয়েছে তাঁর মধ্যে। তাঁর লীলার মধ্যে রাস লীলাও রয়েছে। বলরামের রাসলীলা রয়েছে, আবার কৃষ্ণেরও রাসলীলা রয়েছে। কিন্তু যে Group-এর সঙ্গে তিনি লীলা রচনা করেছেন, সে Group-টা ঠিক কৃষ্ণের Group নয় —Separate এজন্য বলরাম এবং কৃষ্ণের লীলার মধ্যে মিল থাকলেও কিছু ভেদ ও আছে। বলরাম যেরকম বাৎসল্য রসে সেবা করেছেন—এ এক যুগান্তকারী কথা। যশোদা মা বলে দিতেন, দ্যাখো বাবা—আমার কানাইকে দেখো। বলভদ্র থাকলে আর কোনো চিন্তা নাই। তিনি সর্বভাবে Protect করে চলেছেন। রুক্মিনী বিবাহেও তিনি আগে আগে চলেছেন, কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি যেন না আসে। কৃষ্ণের সন্তোষ বিধানই হচ্ছে সেবা, কৃষ্ণের সুখ রচনাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক সময় বাধা আসতে পারে, সে বাধা থেকে যেন কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে যায় সেজন্য তিনি আগে আগে বলবীর্য্য খাটিয়ে যেতেন,—এই হচ্ছে লীলাগত বৈশিষ্ট্য। সেই বলরাম যখন জন্মালেন, জন্মে নন্দ-গোকুলে এসে সব সমৃদ্ধ করলেন। রাম-কৃষ্ণ দুইজনের আগমনে জগতে সব কিছু আনন্দ বিস্তৃত হয়েছিল।—এই যে বলরাম তিনি রোহিনী নন্দনও বটে—দ্বিমাতরৌ। বলরামকে দ্বিমাতরৌ বলা হয়। কেন? দুইটা মাকে তিনি স্বীকার করেছিলেন—দুইটা মায়ের কুক্ষিকে তিনি স্বীকার করে এসেছিলেন, এটা অত্যদ্ভুত। ভগবানের লীলা এরকম অদ্ভুত। অদ্ভুত এজন্য যে তিনি এসেছিলেন দেবকীর গর্ভে বলরাম হয়ে, আবার আকর্ষিত হয়ে রোহিনীর গর্ভে এলেন বলে সঙ্কর্ষণ।

‘‘সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥’’

আমরা বলরামের প্রণামে এই মন্ত্রটা বলে থাকি। ভগবানের যত যত রম্য অবতার আছে তাঁদের সবাই বলরামের থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। বলরাম এতবড় মহীয়ান তত্ত্ব হয়েও তিনি সেবন ধর্ম ছাড়েন নাই। কেন? না সেবনধর্ম সব থেকে মহীয়ান তত্ত্বের ধর্ম। জগতের লোকের ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা পেতে গেলে বলরামের আরাধনা করতে হবে। বলরামের বল-বীর্য্যের দ্বারা পুষ্ট হয়ে যখন আমরা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা করব তখন ঠিক হবে। সংসারগ্রস্ত লোক তারা বোঝে না, সংসারের দুঃখ থেকে কিভাবে উঠতে হবে জানেনা।

‘‘কি আরে রাম-গোপালে বাধ লাগিয়াছে।
যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে ’’

রাম-গোপাল অর্থাৎ কৃষ্ণ আর বলরাম এই দুজনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ লেগে গেছে। কৃষ্ণ ভাবছেন যশ বিস্তার করে—আমার যশপনায় সমস্ত ভূলোক-গোলোক সব ভরিয়ে দেবো, আর বলদেব ভাবছেন যে আমি প্রভুর যশগুণ সব কীর্তন করে সমাপ্ত করে দেবো। কিন্তু কেউ হার মানে না, দুজনেই এগিয়ে চলেছেন। যত তেজের সঙ্গে তিনি যশ

বিস্তার করে চলেছেন, বলরামও তত তেজের সঙ্গে যশ কীর্ত্তন করে চলেছেন। এই রকম side by side দুই তত্ত্বের লীলা জগতে রয়েছে। যেখানে সৃষ্টি লীলা আছে সেখানে দুই তত্ত্বের অধিষ্ঠান আছে, দুই তত্ত্বের লীলা আছে। আমরা যদি সত্যিকারের ভগবৎ ভজন চাই, নিষ্কপট হয়ে সত্যিই কৃপা পেতে চাই তাহলে বলরামই আগে কৃপা করবার জন্য গুরুমূর্তিতে নেমে আসেন।

"শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ—"

তিনি আবার নিতাই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। নিতাই ঠাকুর হচ্ছেন প্রেম দেওয়া ঠাকুর। মহাপ্রভু তো এসেছিলেন প্রেমদান করতে, কিন্তু নিতাই না হলে কোনো অংশে যেন তাঁর বিফলতা আসত, কেননা নিতাই এসে গৌরের লীলাকে পুষ্ট করেছেন সেরকম বলরাম আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণ চন্দ্রের লীলাকে পুষ্ট করেছেন—এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥"

বলদেব তত্ত্ব হচ্ছেন মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি মূল হয়ে রয়েছেন, তাই বলে গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী এসব অবস্থায় যে তিনি নাই একথা নয়—তিনি সর্বাবস্থায়—গোলোকে, বৈকুণ্ঠে সবজায়গায় সেবন ধর্মে ধর্মী হয়ে আছেন। বলরাম যেরকম ব্রজে আছেন তেমনি তিনি বৈকুণ্ঠেও আছেন। বৈকুণ্ঠে থেকে নারায়ণের লীলা সংগঠনে সহায়তা করেন। যত কিছু odd (বৈষম্য) ছিল সব odd কে তিনি Sum up করে অনুকূলে এনেছেন এই হচ্ছে বলরামের লীলার main function। বহুবিধ লীলা রয়েছে ভগবানের। বহুবিধ লীলার মধ্যে এই লীলা হচ্ছে মুখ্য লীলা—অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করা। অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি না হলে কৃষ্ণের সম্যগ বিলাস রচনা সম্ভব নয়, সম্যগ রূপে লীলা বিস্তার করা সম্ভব নয়। তারজন্য গম্ভীরভাবে বীরত্বের সঙ্গে বলভদ্র রূপে তিনি বল বিস্তার করে চলেছেন। সেই বল চিদ্‌বল এবং যেটা ভগবানের সুখকর এরকম একটা পরিবেশ তৈরী করে কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে নন্দিত করেছেন, সুখী করেছেন। তিনি সবাইকে আহ্লাদিত করেছেন। ব্রজে (বিশেষ করে) বলদেবের বিরাট রাজত্ব—অসুর মারণ আদি বহু লীলা রয়েছে। **ভগবানের অবতার দুটো কারণে হয়—ভক্তবিনোদন আর অসুর মারণ**। তাই বলদেবও করেছেন, কৃষ্ণও করেছেন separate ভাবে। রামচন্দ্র অবতারে ছোটোভাই লক্ষ্মণ হয়ে সেবা করেছেন, আর কৃষ্ণলীলায় তিনিই বড়ভাই হয়ে কৃষ্ণকে সব সময় সুখ প্রসীতা বৃত্তি দ্বারা লালন-পালন করে, তার ওপরে command করে, তাঁর ওপর ছত্র ধরে সর্বতোভাবে সেবা করেছেন—এই তাঁর লীলার বৈশিষ্ট্য। আমরা যতই ভগবৎ রাজ্যের দিকে লুব্ধ হব ততই বলদেবের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা বাড়বে। আবার রাধা-গোবিন্দের উপাসনায় যতই লুব্ধ হব রাধার উপাসনায় নিষ্ঠা হবে।—এই সমস্ত বিচারগুলি যতক্ষণ না খুলছে ততক্ষণ আমরা ভগবৎ তত্ত্ব উপাসনার দিকে যেতে পারিনা। ভগবানের উপাসনা ভগবৎ কৃপার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তার বিস্তার হয় যাঁর থেকে সেই তত্ত্বকে যদি আমাদের চিনতে দেরী হয় তাহলে ভগবৎ উপাসনা করতে আমাদের দেরী হবে।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ ॥"

—০—

নির্যান

গৌড়ীয় মিশনের প্রাক্তন আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রিত শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রীপাদ বসুদেব নন্দন দাসাধিকারীর সহধর্মিণী গুরুমহারাজের আশ্রিতা শ্রীমতি কৃষ্ণাদাসী গত ৬ই জুন, রবিবার ২০১০ সকাল ১১ টায় সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বৎসর।

এতদ্‌উপলক্ষ্যে গত ১৬ই জুন বুধবার, ২০১০ তাঁহার বাসস্থানে গৌড়ীয় মিশনের সাধুগণ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ বৈষ্ণব হোম, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ এবং বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তনাদি মহাবিধি সম্পাদন করেন।

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

শিক্ষণীয় বিষয়—দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবতব্যাখ্যার উদাহরণে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে কয়েকটি শিক্ষা স্থাপন করিলেন,—(১) মুমুক্ষু কিম্বা অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানবিদ্ধ ব্যক্তির নিকট শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় মহাভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণের অভিনয় করিলেও মহাভাগবত সর্ব্বদাই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তেজীয়ান্ এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শনে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাতে ঐরূপ অন্যাভিলাষী ব্যক্তি বা অসৎসঙ্গের কোন সংস্পর্শ আসিতে পারে না। ক্ষীর ও নীর একত্র মিশ্রিত থাকিলেও অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তির কথা কোন অন্যাভিলাষী ভাগবত-ব্যাখ্যাতার মুখে প্রকাশিত হইলেও পরমহংসগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি-বলে মিশ্রিত বস্তু হইতে অবিমিশ্র নির্ম্মল প্রেমের কথা আহরণ করিতে পারেন। কিন্তু অপরে তাহা পারেন না, কখনও কখনও পারি' মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হয়। কোন ভাড়াটিয়া পাঠকের মুখে বা অন্যাভিলাষী মুমুক্ষুর নিকট যদি কোন মহাভাগবত ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণের অভিনয় করেন, তাহা হইলে সেই অবৈধ সুযোগ লইয়া ভাড়াটিয়া পাঠক বা অন্যাভিলাষী ভাগবত-ব্যাখ্যাকারী তাহার পসার জমাইবার জন্য ভবিষ্যতে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বেড়াইবেন, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের দণ্ড-লীলায় নিরোধ করিলেন। যেহেতু সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র কোন মহাভাগবত ভৃতক বা অন্যাভিলাষীর ব্যাখ্যা-শ্রবণের অভিনয় প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন বা আসেন, সেই হেতু তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মহাভাগবতের অনুমোদিত ও সমর্থিত; সুতরাং সকলেরই তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করা ভক্তিবৃদ্ধির পরম সাধক,—এইরূপ ভোগময় বিচার মহাপ্রভুর শিক্ষার কুঠারঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনা যায়, এইরূপ বৃত্তি লইয়া দুই একটি ভাড়াটিয়া পাঠক নাকি পরমহংসকুল-শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনাইবার প্রয়াস করাইয়া ঐরূপ ভাগবত-ব্যাখ্যায় গৌরকিশোর প্রভুর অনুমোদন ও সমর্থন আছে প্রচার করিবার অভিসন্ধিতে নিজ অবৈধ ব্যবসায় সমৃদ্ধ করিবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর অমায়ায় যাঁহাদিগের নিকট সত্যকথা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, ঐরূপ ভাগবত-ব্যাখ্যাতার হরিবোল বা গৌরবোলের ছলনা কেবল 'টাকা টাকা' বোল-মাত্র। এইরূপ প্রকৃতির কোন ভাগবত-ব্যবসায়ী একদিন শ্রীল গৌরকিশোরের কুটীর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সেই আত্মবঞ্চনাকামী ভাগবত ব্যবসায়ীকে নানা কথায় বঞ্চনা করিয়া ভাগবতব্যবসায়ীর স্থান পরিত্যাগের পর তৎস্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া গোময়াদির প্রলেপ দ্বারা সেইস্থান শুদ্ধ করাইয়াছিলেন। যাহারা আত্মারাম মহাভাগবতগণের দ্বারা ঐরূপ ভাগবতের অব্যাখ্যাদি অবৈধভাবে সমর্থন করাইবার এবং তদ্দ্বারা স্ব-স্ব অপব্যবসায় সমৃদ্ধ করিবার অভিসন্ধিমূলে মহাভাগবতগণের আচরণের উদাহরণের উল্লেখ করেন,—যেমন কেহ যদি বলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতের যেরূপ মুমুক্ষু দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াও প্রেমাভাব লক্ষিত হয় নাই, তদ্রূপ ভাড়াটিয়া অন্যাভিলাষী ব্যক্তির মুখেও ভাগবত শ্রবণ করিলে জীবের ভক্ত্যঙ্গ যাজন এবং তৎফলে প্রেম-লাভে কোন বাধা হইতে পারে না,—তাঁহাদের ঐরূপ অবৈধ অভিসন্ধিযুক্ত বিচার সাধক-জীবকে ভক্তিপথ হইতে বিচলিত না করে, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু "বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন", "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবাপরাধী, মুমুক্ষু ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তির মুখে কখনই ভাগবত-ব্যাখ্যা হয় না, সাধক জীবের কখনও ঐরূপ ব্যক্তিগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নহে, জানাইবার জন্য দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িবার আদর্শ—"ভাগবতের অর্থ কোন জন্মেও না জানে", "এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?" প্রভৃতি উক্তি করিয়াছেন।

(২) আজকাল যাহারা মহামহোপাধ্যায়, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী কিম্বা বিভিন্ন

'আনন্দ' উপাধিসংলগ্ন 'স্বামী' প্রভৃতি অভিমানী; বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাগন্ধযুক্ত অন্যাভিলাষ অর্থাৎ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমত এবং আপাততৎপ্রতিকূল ফল্গু বৈরাগ্যবিচার কিম্বা ইহাদের মধ্যবর্ত্তী একটি তৃতীয় পন্থার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রাকৃতসহজিয়াধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয়াদি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার নাই, তাঁহারা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতে ভেদকারী, তাঁহাদের দুর্ম্মতি-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত; তাঁহারা পরিপূর্ণ করিয়া আহার করেন নাই—তাঁহাদের হজম হয় নাই বলিয়াই বহির্দ্দেশে গমন-পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে নিজ ভাগবত-জীবনের আচারের দ্বারা ভাগবত-কথা প্রচার করিতে পারিতেছেন না, ইত্যাদি শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করিলেন।

(৩) দেবানন্দ পণ্ডিত মোক্ষাভিলাষী হইলেও এবং অজ্ঞাত বা জ্ঞাতভাবে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া ফেলিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যদণ্ড সহিষ্ণুতার সহিত শিরে গ্রহণ এবং শ্রীবক্রেশর পণ্ডিতের চরণে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করায় অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়ায় তাঁহার অপরাধমার্জ্জন হইয়াছিল; কিন্তু আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া, ভাড়াটিয়া ভাগবত-পাঠক বা ব্যাখ্যাকারিগণ কিম্বা স্মার্ত্ত ও মায়াবাদী ভাগবতব্যাখ্যার অভিনেতৃগণ মহাপ্রভুর সেই বাক্যদণ্ড শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ক্ষালন করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না বলিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কোন কালেই হয় না। এইসকল শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনী দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন।

১৬। **অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা**—মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন। ভগবান্ বাসুদেবে বিশেষতঃ তদীয় সাধুগণে তাঁহার নির্ম্মলা ভক্তি উদিত হওয়ায় তাঁহার নিকট বিশ্ব লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্যসকল নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরির মন্দির-মার্জ্জনাদিতে নিজ-করদ্বয় নিত্য পরিচালিত রাখিয়াছিলেন, অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চক্ষুকে ভগবদ্বিগ্রহ ও ভাগবতবিগ্রহদর্শনে, অঙ্গসকল ভগবদ্ভক্তের চরণধূলির সংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্মসংলগ্ন তুলসীর সৌরভগ্রহণে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে, চরণ-দ্বয়কে ভগবত্তীর্থপর্য্যটনে, মস্তককে হৃষীকেশের পদাভিবন্দনে এবং কামকে সম্পূর্ণ নিষ্কপট ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অম্বরীষ স্বীয় মহিষীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার জন্য সম্বৎসর যাবৎ হরিপ্রিয় দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ সাধুবিপ্রগণকে দানাদি এবং বিবিধ ব্যঞ্জন-সংযুক্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদের নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং পারণ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি অতিথিরূপে অম্বরীষের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমানী মানদ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী অম্বরীষ দুর্ব্বাসাকে যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অম্বরীষের প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা উল্লাস প্রকাশপূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য কালিন্দীর জলে নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, কিন্তু তথাপি তিনি ফিরিলেন না। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ না করিলে ব্রত-বৈগুণ্য হইবে। মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জলমাত্র পানপূর্ব্বক অচ্যুত স্মরণ করিতে করিতে ব্রত সমাপন করিলেন; যেহেতু জলমাত্র পানকে বিপ্রগণ ভোজন ও অভোজন উভয়ই বলিয়া থাকেন। এদিকে দুর্ব্বাসা যমুনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক নিজ যোগ-বিভূতি-প্রভাবে অম্বরীষের আচরণ বিদিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ-কম্পিতকলেবর ও ভ্রূকুটিকুটিল-বদনে মহারাজ অম্বরীষকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং নিজ মস্তক হইতে এক গাছা জটা উৎপাটন-পূর্ব্বক তাহাতে কালানলতুল্য একটি কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই কৃত্যা খড়্গহস্তা হইয়া পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে জ্বলিতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু নিজভক্তের রক্ষার্থ স্বীয় চক্রের প্রতি আদেশ করায় সেই চক্র নিজ-তেজে কৃত্যাকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। নিজ-প্রয়াস নিষ্ফল হইল দেখিয়া দুর্ব্বাসা ভীতচিত্তে প্রাণভয়ে পলায়নপর হইয়া দৌড়িতে লাগিলেন; কিন্তু চক্রও দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আকাশ, পৃথিবী, বিবর, সাগর,

চতুর্দ্দশ লোকে যেখানে দুর্ব্বাসা গেলেন, সুদর্শন সর্ব্বত্রই দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কোন স্থানেও তাঁহাকে রক্ষা করিবার মত সমর্থশালী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ব্রাহ্মণাভিমানী দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট আশ্রয়-ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গীমাত্রে ব্রহ্মাণ্ডসমেত ব্রহ্মলোক দগ্ধীভূত হইবে। আরও বলিলেন—"আমি ব্রহ্মা, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি এবং প্রজেশ, ভূতেশ, সুরেশ প্রভৃতি দেবতা-সমূহ যাঁহার আজ্ঞাবাহী, সেই ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাস-শিখরে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব বলিলেন—"মহান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিকট আমাদের প্রভুত্ব চলিবে না। তাঁহার চক্র সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বিষহ; অতএব তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও।" দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয়-ভিক্ষা করিলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন—"আমি ভক্তপরাধীন, অস্বতন্ত্রের তুল্য। সাধুগণ আমার হৃদয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন। অধিক কি, সেই ভক্তগণ ব্যতীত আমি আমার আত্মস্বরূপকে, এমন কি লক্ষ্মীকে পর্য্যন্তও অধিকতর ভালবাসি না। অপরকে দয়া করিতে হইলে হৃদয় আবশ্যক। কিন্তু আমার সেই হৃদয়কে তুমি আক্রমণ করিয়াছ। বৈষ্ণবগণ আমার হৃদয় এবং আমি বৈষ্ণবগণের হৃদয়। তুমি সেই মহাভাগ অম্বরীষের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর, নতুবা তোমাকে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না।" ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা তৎক্ষণাৎ অম্বরীষের নিকট গমন-পূর্ব্বক রাজর্ষির পাদস্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ভগবচ্চক্র সুদর্শন ভাগবতবর অম্বরীষের অনুরোধে দুর্ব্বাসার প্রাণরক্ষা করিলেন। ❑

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত জীবের সাধুত্বের পরিমাপ

শ্রীচৈতন্যদেব ট্রেণ ব্যবহার করেন নাই, মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করেন নাই, টেলিফোন ব্যবহার করেন নাই; সে সময় ঐ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই সময় দোলা ছিল, নৌকা ছিল; শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের সম্বন্ধে চরিত-লেখকগণ ঐ সকল ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। কেহ যদি বলেন যে, 'শ্রীচৈতন্যদেব নৌকায় না চড়িয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইলেই ত' অধিক সাধুতা প্রকাশ পাইত, রামচন্দ্র খানকে নৌকা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা মহাপ্রভুর পক্ষে ভাল কার্য্য হয় নাই', ভোগী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ-সম্প্রদায় হরিসেবা-বিরোধের জন্য এইরূপ অনেক কথা বলিতে পারেন; কিন্তু হরিসেবানিপুণ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ ডাঁশা ত্যাগ বা ভোগের প্রতিষ্ঠার জন্য লোলুপ নহেন। কি ভাবে—কত প্রকারে হরিসেবা হয়, ইহা তাঁহারা ভাল জানেন। যাঁহারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবায় জীবন পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পরিচালিত হইবেন না। ভোগি-সম্প্রদায় বলেন—"মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অসৎ সাহিত্য, নাস্তিক সাহিত্য জগতে খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রচারিত হউক, বিস্তারিত হউক—অসৎ সাহিত্য-পূর্ণ সাময়িকপত্র প্রচারিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে প্রসারিত করুক; আর যাহাতে হরিকীর্ত্তন খুব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (তবেই আমরা অবাধ গতিতে ইন্দ্রিয়তর্পণের নৃত্য করিতে পারিব), তজ্জন্য তাহাকে সেকেলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত ভাষায় (আমাদেরই কথিত dead language-এর) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার হুকুম জারি করিব (ইংরেজী ভাষায় বা জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত হইলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হইবে—মহাপ্রভু ত' ইংরেজী ভাষায় প্রচার করেন নাই!)—তালপাতার পুঁথিতে আবদ্ধ রাখিয়া দিতে বাধ্য করিব!" কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধিকারী, কৃষ্ণ-সেবা-প্রচারে বিঘ্নকারী, কৃষ্ণসেবা-প্রসারে—বলদেবের কার্য্যে বাধা-প্রদানকারী দুরভিসন্ধিযুক্ত গণগড্ডলিকার ঐ সকল কপটতা বিদূরিত করিবার জন্যই জীব-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগোপযোগী বাহন ও উপকরণে সনাতনী অকৈতবা হরিসেবার

বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের গঙ্গাজলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ যাঁহাদের গঙ্গাজলে অপ্রাকৃত বুদ্ধি নাই, তাঁহারাই 'গঙ্গার জল যখন নলের ভিতর দিয়া বিতরিত হইতেছে, তখন নিখিল অপবিত্রতা-বিধ্বংসকারিণী গঙ্গাই অশুদ্ধা হইয়া গিয়াছেন'—এই ছল দেখাইয়া ডোবা-খানার পচা, রুদ্ধ জল-পানের প্রবৃত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বাহাদুরী অর্জ্জন করিতেছেন। অপ্রাকৃত বুদ্ধি সুদুর্ল্লভ সুকৃতিমানেরই হইয়া থাকে, এজন্য জগতের নিকট যাঁহারা হোমরা-চোমরা বড় লোক, বড় ধার্ম্মিক, তাঁহাদেরও এই ভুলই হইতেছে—তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবৈকলক্ষ্য যুক্ত-বিচারটী বুঝিতে পারিতেছেন না।

সত্য নিরুপেক্ষ তাহা জগতের লোকের 'বড়-ছোট' বিচারের সংখ্যাধিক্যের অপেক্ষক নহে।

আর একটি ভ্রম

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দীন-দরিদ্রের কুটির হইতে রাজপ্রাসাদের মহারাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকলের নিকটই শ্রীচৈতন্যের সনাতনী বাণী প্রচার করিতেছেন। কিন্তু **অভিযোগ**—''শ্রীগৌড়ীয় মঠকুটিরবাসী অপেক্ষা প্রাসাদবাসীর নিকট অধিক প্রচার করেন, অশিক্ষিত জন-সাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অধিক প্রচার করেন।''

সমাধানঃ—যাঁহারা এইরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহাদের দর্শনে যে একটা আপেক্ষিকতার ছায়াপাত পড়িয়াছে, ইহা তাঁহারা ধরিতে পারেন না। আপেক্ষিকতার ভূমিকা হইতে তাঁহাদের ঐরূপ বিচার হইয়াছে। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপই করেন, তাহাও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিকীর্ত্তন-প্রচার প্রসারের আনুকূল্যেই। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি একটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে তিনি অতি সহজেই বহু অশিক্ষিত ব্যক্তিকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারিবেন, একজন ধনবান্ সত্যপ্রচারে সাহায্য করিলে বহু নির্ধনের সত্য শ্রবণে সুযোগ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগমণ্ডলীর সময় প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, মথুরার শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়, বীর হাম্বীর, রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যের সময় কত বড় বড় রাজামহারাজা হরিকথা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া বহু নির্ধন ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত পুরুষগণ সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবাদিরাজ বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়া বহু অশিক্ষিতের সেই সকল কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। এমন কি, গৌড়ীয়-বিচার-বিরোধী অশ্রৌত জড়াপেক্ষা-যুক্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতিও অশোকের ন্যায় নৃপতির সাহায্য ব্যতীত আজ পৃথিবীর ধনী-নির্ধন—সকল ব্যক্তির নিকট এত বিস্তারিত হইত না। রাজ-সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ নালান্দা-বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারিতেন না ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ বৈধ সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীহরিসেবার বিস্তারের জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার অনুগত গোস্বামিবৃন্দ সর্ব্বত্যাগী হইয়াও বিভিন্ন লোকের দ্বারা মঠ, মন্দিরাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও নীলাচলে শ্রীজীবগোস্বামীর মঠ ছিল। শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীবগোস্বামী—সকলেরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও উচ্চ শ্রীমন্দির এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজিত রহিয়াছেন। এখনও নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মঠ, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মঠ, শ্রীগঙ্গামাতা মঠ প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। আর শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। তাঁহাদের এক একটি মঠ আজিও যেন ধরিত্রীবক্ষে এক একটি হরিসেবা-কীর্ত্তন স্মৃতিস্তম্ভরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় অষ্ট ব্রহ্মচারিশিষ্য-দ্বারা এক উড়ুপীতেই অষ্ট মঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য—কীর্ত্তনের মুখ্যতা

কিন্তু এই সকল মঠ হইতেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট আছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠে—কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের আদর্শ নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সকল আচার-প্রচারই শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তন বিস্তারের জন্য। যে মঠ বা মন্দির হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারীর আবাসস্থলী নহে, তাহাতে আপাততঃ অর্চ্চনের ঘটা থাকিলেও তাহা অচিরেই প্রাণহীন বস্তু হইয়া পড়ে। হরি-কীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণবস্তু—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমগ্র চেষ্টায় প্রতিফলিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী, শ্রীগৌড়ীয় মঠের আনুকূল্যসংগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িক-পত্র-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আপাত-দর্শনে গৌণী-প্রতিমা বিষয়-চেষ্টা—

সকলই সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তনকে 'কেন্দ্র' করিয়া অবস্থিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূলমন্ত্র

অসৎসঙ্গ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনের বিদ্বেষীর সঙ্গ-পরিত্যাগরূপ উপেক্ষা এবং অজ্ঞতা-ক্রমে হরিকীর্ত্তন-বিরোধী হইলে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে কৃপা, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তন-কারিগণের সঙ্গে মিত্রতা, হরিকীর্ত্তন-গুরু মহাভাগবত আচার্য্যের কীর্ত্তনশ্রবণেচ্ছারূপ শুশ্রূষাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূলমন্ত্র। ইহা অশ্রদ্দাধানে নামদান নহে। ❑

আমরা বাণীর পিয়ন

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

(সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রৌত পথ অবলম্বন করে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন। বৈদিক ভারতবর্ষের মনিষীগণ এই পথ অবলম্বন করে পরমার্থ পথের পথিকগণকে মার্গদর্শন করে গেছেন। বেদ কল্পতরু সদৃশ। ভগবৎ ইচ্ছায় এর আবির্ভাব। এর বহু শাখা প্রশাখা। শব্দব্রহ্মময় শাস্ত্র সকল জীবকে ধর্মপথে পরিচালিত করে। দুঃখময় সংসারেরও পারে নিয়ে যায়। নিত্য শান্তি ও আনন্দের পথ দেখায়। ভবব্যাধির একমাত্র নিদানস্বরূপ শব্দব্রহ্মময় শাস্ত্র। এর কৃপায় জীবের ভববন্ধন ছিন্ন হয়। জীব মাত্রেরই এই শব্দব্রহ্মের সেবা বিশেষ প্রয়োজন। দিব্য দৃষ্টি দানে ইনি জীবকে চরম গতি প্রদান করে থাকেন।

কিন্তু বেদের বহু শাখা থাকায় শ্রৌত পথ বহু ধারায় বিভক্ত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন মত সৃষ্টি করেছেন। ফলে ধর্মের বহু শাখা সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু ধারায় এই জগতে প্রবাহিত রয়েছে। কেউ কর্মকাণ্ড, কেউ বা জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে চর্চ্চা করেছেন, কেউ বা ভোগ বা নাস্তিক্যবাদের প্রচার করেন। অপরাপর অনেকে সবিশেষবাদের প্রচার পূর্বক ভক্তিমার্গের পুষ্টি বিধান করেছেন। সম্প্রদায় প্রণালীর মাধ্যমে আজও ঐসকল ধারা কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বা তীব্র গতিতে প্রবাহিত।

আমরা শ্রীব্রহ্মা-মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক জীব। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নারদ-বেদব্যাস-মধ্বাচার্য্য আদি ক্রমে বিশুদ্ধভক্তির এই ধারায় বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের সার কথা নেমে এসেছে আমাদের কাছে। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তি বা প্রেমধর্মের বাণী আজ আমাদের কর্ণে প্রবেশ পেয়েছে এই ধারায় আগত গৌড়ীয় মহাজনগনের মাধ্যমে। আজ পর্য্যন্ত যে সকল আচার্য্যগণ এই বাণীর ধারক বা বাহক রূপে কাজ করে এসেছেন তাঁদের উদারতা, নির্মৎসরতা, সহিষ্ণুতাদি গুণ সত্যই বড় আশ্চর্যজনক। আনন্দময়ের বাণী চর্চ্চা করতে করতে তার সৌগন্ধে জগতকে আজও মাতিয়ে রেখেছেন তাঁরা। মনের দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে শুয়ে বসে থাকা বদ্ধ জীব সকলকে জাগিয়ে তোলা, চেতনরাজ্যের বাণী শোনানো কি যে এক মহাভাগ্যের কথা তা বর্ণনার অতীত। ভগবৎ কথা কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত মহাদাতা-একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের 'ভুরিদা' শব্দের কীর্ত্তনে বারংবার প্রকাশ করেছেন। ভগবৎ ভক্তিরাজ্যের বার্ত্তাবাহক মহাজনগণের বিরাট এই Channel বা পরম্পরা আজ জগতের ভাগ্যে অবিছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শতশত সুকৃতিশালী জীবকে আকর্ষণ করে এই প্রেমধারা ধীরে ধীরে গোলকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার কোন অন্ত নেই। গঙ্গার ন্যায় ভক্তি স্রোতস্বিনীর এই ধারার মাধ্যমে ভগবৎ রাজ্যের কত কত গুপ্ত সংবাদ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বিচার বদ্ধজীবের মোহতমরূপ অন্ধকারকে দূরীভূত করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করছে এবং শুধু জীবাত্মার চেতনা জাগানো নয় তার নিত্য স্বরূপে পূর্ণস্থিতি লাভে সাহায্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ধর্মের কথা জগতে প্রকাশ করেছেন অন্যান্য ভগবৎ অবতারগণ তা করেন নি। বিশেষ করে এই কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান বিষয়ে তিনি মহাবদান্য লীলার প্রকাশক। সমস্ত বেদ, পুরাণ, উপনিষদের চরম শিক্ষার কথা তিনি দান করেছেন। আর সেই কথার লুপ্তাবস্থায় যাঁরা পুনঃ উদ্ধার কার্যে বিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীল ভক্তিবিনোদের উদ্ধারিত বাণী দ্বারে দ্বারে, কর্ণে কর্ণে পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব শ্রীল প্রভুপাদ বহন করেছিলেন। ঘোর কলহ পীড়িত, সন্দেহ বাতিক, কাম-ক্রোধের দাস জীবের কর্ম্ম-জ্ঞানের তেতো ও শুকনো খাওয়ার রুচিকে পরিবর্ত্তন করে আজ গৌড়ীয় ভাস্কর জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হয়ে শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে জগতের কি যে মঙ্গল বিধান করেছেন এবং তাঁর নিজজনদের মাধ্যমে ঐ সেবা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তা ভাবা যায় না। তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠতা, নির্ভীকতা এবং সত্যের কথা কীর্ত্তনপরতার দ্বারা জগতের মহাভাগ্যবান জীবদের ভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন বলে আজ আমাদের কর্ণে সেই সুগভীর সত্যের বাণী প্রবেশ করছে, হৃদয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, আত্মচেতনার সূত্রপাত করছে—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রত্যেকটি কথা অন্যান্য ধর্ম্ম ব্যবসায়ি সম্প্রদায়ের ন্যায় রঙ চড়ানো বা গোঁজামিল দেওয়া কথা নয়। তিনি কোনদিন লোকের রুচি বুঝে হরিকথা পরিবেশনের পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর উক্তিতে আমরা পাই—**"সর্বত্রই হরিকীর্ত্তনের মহাদুর্ভিক্ষ। ভাগবতের ভাষায় 'ভুরিদা' নামের প্রকৃত সার্থকতা করতে হবে। এ যুগে শব্দব্রহ্মের কৃপাময় অবতারকে প্রতি জীবের রুদ্ধ কর্ণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শুধু বঙ্গবাসীর কর্ণদ্বারে নয়, শুধু ভারতীয় মানবজাতির কর্ণদ্বারে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, বিশ্বের সকল দ্বারে, কয়লার খনিতে, পর্বতের গুফায়, সাগরের বক্ষে, নির্জন কান্তারে, জনাকীর্ণ নাগরীতে, অভাব পীড়িত পল্লিতে, বাষ্পীয় শকটে, ব্যোমযানে, অর্ণবপোতে, কর্ম্মকোলাহল স্থানে—সর্ব্বত্রই শব্দব্রহ্মের আবির্ভাব করানো আমাদের কাজ।"** (—*সরস্বতী জয়শ্রী*) তাঁর এই বাণীর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বাণীর কথা আজ আমাদের মনে পড়ছে—**"আমরা জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রি হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্য বাণীর পিয়ন মাত্র।"**

আপনি যদি সাধক হন; কোন্ ধারায় আপনার জন্ম, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত আপনি—ভেবে দেখুন! জগতে কর্ম্মি-জ্ঞানী-যোগী সম্প্রদায়ের ছড়াছড়ি। ধর্ম্ম আজ শতধারায় বিভক্ত, ধর্ম্মধ্বজীগণ মহাভাগ্যক্রমে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে না পড়ে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রভুপাদের ধারায় নিকৃষ্ট সন্তান রূপে আমাদের জন্ম। তাঁদের ধারায় স্নাত, তাঁদের প্রিয়জনদের চরণ রজঃ আপনার গায়ে লেগে রয়েছে। আমাদের গুরুবর্গের কথা শুদ্ধ কথা, ভক্তি বা প্রেমের কথা, গোজামিল দেওয়া মনোরঞ্জন মূলক কথা এখানে নেই। নির্ভেজাল ও বাস্তব সত্ত্বের কথা, বেদের চরম ও পরম প্রয়োজনের কথা এই ধারার মাধ্যমে প্রবাহিত। আপনি হরিকীর্ত্তনের আনুকূল্যকারী সেবক 'আপনি বাণীর পিয়ন'। আপনাকে তাঁদের বাণী বইতে হবে, লোকের কানে পৌঁছাতে হবে। দ্বারে দ্বারে যাবেন অথবা যারা শ্রদ্ধাধন নিয়ে আপনার সংস্পর্শে আসবে তাদেরকে আপনি গুরুবাণী বলবেন অথবা হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন, নতুবা **আপনি সেই ধারার শিষ্য নন**। আপনি হরিকীর্ত্তনের ধারা বইতে শেখেননি, শব্দ ব্রহ্মের প্রভাব জানতে শেখেননি, তার সেবা কিরূপ দৈন্যভূষিত হয়ে করতে হয় তা শেখেননি **তাহলে আপনি শিষ্য** নন বা সন্তান নন।

এই শ্রৌত ধারায় যাদের জন্ম তাঁরা জানেন 'বাণী' কি বস্তু, 'বাণী' শব্দব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবানের 'শব্দ'-রূপে অবতার বিশেষ, এই বাণীর শ্রৌত ধারা বহনকারী আমাদের মঠ বা মিশন। যারা এই ধারার সেবক হবেন তাদের সর্বপ্রথম গুরুমুখে শ্রবণ ও পরে কীর্ত্তন যোগ্যতা লাভ করতে হবে। শরণাগতি, দৈন্য, দয়া, প্রতিষ্ঠাশা শূন্যতা আদি গুণে গুণী হয়ে এই ধারার সেবা করা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—

**" দৈন্য দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হয়ে করহ কীর্ত্তন॥"**

প্রণাম, প্রণামী আর প্রতিষ্ঠা—এই তিন 'প্র' যার জীবনে প্রাধান্য পায় না তিনি প্রকৃত সেবক। তাঁর শ্রী মুখের 'হরিকথা' বা 'গুরুবাণী' শুদ্ধ নির্ম্মল এবং জীবের বাস্তব কল্যাণকারী। এইরূপ পিয়ন আমাদের হতে হবে।

ধরা যাক্ আপনার নাম ছিল পঞ্চানন সরদার। এই ধারায় এসে দীক্ষিত হয়ে আপনি হয়েছেন পূর্ণতীর্থ দাসাধিকারী। আপনি ভেবে দেখুন আপনার অধিকার কি? কিসের আপনি অধিকারী? যদি প্রশ্ন মনে জাগে তাহলে তার উত্তর হল আপনি এই হরিকীর্ত্তন যজ্ঞের চাল-ডাল-অর্থ বা শ্রমপ্রদানের অধিকারী। নাম অনুসারে কাজ করুন; জীবনের শেষ শ্বাসবিন্দু পর্য্যন্ত এটা আপনাকে করে যেতে হবে। শুধু তাই নয় জন্মে জন্মে আপনার এই কাজ। এই ঠেকা গুরুবর্গ আপনাকে দিয়েছেন। আপনার অন্য

কোন কাজ বা সেবা বা দায়িত্ব নেই জানবেন। আপনি মঠের ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী। আপনার সেবা কি? গোসেবা, ঝাড়ু দেওয়া, চাঁদা ভিক্ষা করা। যদি তাই হয় তাহলে ঐগুলি আপনার মুখ্য সেবা নয়। ওর দ্বারা ইন্দ্রিয় শুদ্ধি, অনর্থ দূরীকরণ বিষয়ে সাহায্য হতে পারে ঠিক কিন্তু সেবাগুলি প্রাথমিক অবস্থায় সেবা আর মুখ্য সেবা গোকুলের মহোৎসব স্বরূপ হরিকীর্ত্তনে আত্মোৎসর্গ করা। বাণীর চর্চ্চা করা। শব্দব্রহ্ম স্বরূপ ঐ সকল বাণী কর্ণে কর্ণে পৌঁছে দেওয়া। এছাড়া আর যা কিছু সেবা সেগুলি এই সেবারই আনুসঙ্গিক বা আনুকূল্যকারী সেবা। গুরুবর্গের বাণীর পিয়ন হওয়া ব্যতীত আপনার কোন সেবা নেই। পিয়ন ঘরে ঘরে যায় চিঠি দেয়। যার চিঠি নেই তার ঘরে যায় না। মাস শেষে বেতন লয়। আপনি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির ঘরে যাবেন, তার নিকট গুরুবাণী কীর্ত্তন করবেন, হরিসেবায় উদ্বুদ্ধ করবেন। আর জীবনের শেষভাগে সাধনের পরিপক্বতা লাভ করে প্রেমধন নিয়ে যাবেন।

"দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন"—এই আমাদের ভাব, সেবা বা দায়িত্ব তা না করে প্রণাম-প্রণামী-প্রতিষ্ঠা পেয়ে ঐগুলিকে বেতন মনে করলে সব শেষ হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী, ত্রিদণ্ডী, লাল কাপড় পরা সাধু—এসব দেখে ত্রিতাপগ্রস্থ জীব আমাদের প্রণাম করে। আর আমরা বেতন বলে ওটাকে আত্মস্যাৎ করলাম। তাহলে ক্ষতি একটাই প্রেমলাভে বঞ্চিত হওয়া। আমাদের সাধুদর্শন , লালকাপড়, সন্ন্যাস সবকিছু গুরুদেবের দেওয়া সম্পত্তি। **ওর লাভ** গুরুদেব পাবেন। মাঝপথে মেরে নিলাম, ভালো হলো না—এরূপ দুরাবস্থা আমাদের না হোক। আমরা পিয়ন। আমাদের যা কিছু পাওয়া ঐগুলি গুরুদেব বা ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ। ভালো একটা কীর্ত্তন গাইলাম, লোকে সুন্দর সুন্দর বললো। সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে "গুরুদেব এরূপ শিখিয়েছেন। সব কৃতিত্ব তাঁর"। পাঠটা সুন্দর হয়েছে সকলে প্রশংসা করছে। ঐ প্রশংসা শোনা মাত্রই চোখটি বন্ধ করে গুরুদেবের স্মরণ করে তাঁর চরণে প্রশংসাটা পৌঁছে দেওয়া। একজন আদর করে প্রণাম করছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে গুরুদেবের চরণে পৌঁছে দেওয়া—এই আমাদের কাজ। এটাই পিয়নের কাজ। একরূপ পিয়নের বেতন কৃষ্ণ প্রেম। ভক্তিবিনোদ প্রভুপাদের বংশে জন্ম নিয়ে যদি এরূপ পিয়ন না হতে পারি তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্য, কপাল পোড়া জানতে হবে।

এ বিষয়ে আর একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য এই যে বাণীর সেবা খুব ছোট কথা নয়। বাণীর বিতরণ সেবা শ্রীমন্মহাপ্রভু শিখিয়েছেন। অমানী-মানদ হয়ে এই সেবা করার যোগ্যতা লাভ সম্ভব। তাছাড়া নিরাগ বক্তা পারেন বাণীর ঠিক ঠিক সেবা করতে। নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লোলুপ ব্যক্তির 'বাণী' বিতরণ করা সেবা লোক ঠকানো বিদ্যা। তাতে বিতরণকারী ও শ্রোতা কারুরই নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। জগতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাণী লেন-দেন আদা-পেঁয়াজের ব্যবসা নয়, প্রেমরাজ্যের সেবা। আত্মার সম্বন্ধে এই সেবার কোন তুলনা হয় না। ❑

গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক লণ্ডন ও আমেরিকায় প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ শিরোধারণ করতঃ গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ও পাটনা মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ কোলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ২২শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখে যাত্রা করে ২৩.০৪.২০১০ তারিখে শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ আমেরিকায় শুভ বিজয় করেন। আমেরিকা মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ধর্মদাস ব্রহ্মচারী মাল্যার্পণ ও যথাযথ সম্মানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা জানান।

তথায় সর্বপ্রথম ২৫.০৪.২০১০ তারিখে রচেস্টার শহর হতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত Buffelo-শহর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় রায় ও কাকলি রায়ের বাসভবনে তাদের সাদর

আহ্বানে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। উক্ত শহরে প্রায় ৩৫-৪০ জন গণ্যমান্য শ্রদ্ধালু ভক্ত মহারাজদ্বয়ের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করে বিশেষ আনন্দ পান।

০১-০৫-২০১০ তারিখে মহারাজদ্বয় ও ভাগবত গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীদীনশরণ দাস ব্রহ্মচারী সহ নিউ জারসী শহরস্থিত শ্রীমান রণবীর ভকত মহাশয়ের বাসভবনে যান। তথায় তাঁর পুত্রের কল্যানার্থে একটি হোম-যজ্ঞ ও হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মহারাজদ্বয় হোম-যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন, প্রায় ৫০ জন শ্রদ্ধালু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করে ধন্য হন।

০২-০৫-২০১০ তারিখে Sri Krishnadas Banerjee মহাশয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন এবং বিকালে পাঠ কীর্ত্তন করেন। এখানে প্রায় ১৫ জন ভক্ত হরিকথা শ্রবণ করে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

এদিন তাঁরা আরো এক ভক্ত Sri Somnath Saha & Simpi Saha (Edison, Apt 247, bult-Q, 20, Evergreen Road, N. Y.)-এর গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং সেখানে ত্রি-দিবস অবস্থান করে ভজন কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা উভয়ে মহারাজদ্বয়ের বিশেষ সেবা যত্ন করেন।

০৬-০৫-২০১০ তারিখে Sri Krishnendu Dey (3316, 82 st Apt-1, H. Jackron heights, New York) মহাশয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। মহারাজ এখানে দ্বি-দিবস অবস্থান করেন এবং কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী পাঠ করা হয়। শ্রীপাদ ধর্ম্মদাস প্রভু তথায় মহারাজের সহিত যোগদান করেন।

০৮-০৫-২০১০ তারিখে Vibhas Dey (3982-50 st. Wood Side, New York) গৃহে পাঠ ও আলোচনা হয়। শ্রদ্ধালু ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

ঐ দিন রাত্রে নিউইয়র্ক শহরস্থিত শ্রীগীতা সংঘ হলে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীপাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় খণ্ড হতে "এতৎ নির্বিদ্যমানানাম্" শ্লোকের ওপর এক মনোমুগ্ধকর ভাষণ প্রদান করেন, শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ শ্রবণে পরমানন্দিত হন। সঙ্গে কীর্ত্তন পরিবেশন করেন স্থানীয় বহু ভক্ত এবং ধর্মদাস ব্রহ্মচারী। তারপর মহারাজ রচেস্টার মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫-০৫-২০১০ Nirmal D. Karki, (Penfield, New York-14625) নেপালী ভদ্র মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যা ৬টা হতে ৮টা পর্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ হিন্দী ভাষায় ভাগবতের কথা কীর্ত্তন করেন।

এদিন সকালে আমেরিকা রচেষ্টার মঠে অক্ষয় তৃতীয়া মহোৎসব/চন্দনযাত্রা মহোৎসব পালিত হয়। প্রায় ৩৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ১০ মিনিট কাল ভাগবতীয় কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপূর্বে কীর্ত্তন পরিবেশন করেন শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ ও ধর্মদাস প্রভু। সকল ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৬-০৫-২০১০ শ্রীঅতুল কুমার গুপ্তা (2-Swickly lt, Pittsford N.Y.-14534) মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করেন। ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত কীর্ত্তন ও ভাগবতীয় কথা আলোচিত হয়। প্রায় ৭০ জন শ্রদ্ধালু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণ করে আনন্দিত হন। Mr. Virendra Km. Gupta উপস্থিত সকল ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করেন।

শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ হতে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ১৯-০৫-২০১০ বুধবার লণ্ডন শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, লক্ষ্মীপতি দাস ব্রহ্মচারী মহারাজকে হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা ও মাল্য প্রদান করেন।

২২-০৫-২০১০ তারিখ শনিবার Mr. Niranta Dev (67, North Crove N 15 QS) মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যাবেলা পদার্পণ করেন। তার গৃহে পাঠকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হয়।

২৩-০৫-২০১০ তারিখ রবিবার Mr. Gaur Sadhan Dutta (White Tiraber, 19A, Avenue Road, South gate, N-14)-এর গৃহে শুভবিজয় করেন। সেখানে প্রায় ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এক মনোরম পরিবেশে মহারাজ মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পাঠের পর প্রশ্নোত্তর মুখে কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। ভক্তগণ পরমানন্দিত হন।

২৫-০৫-২০১০ মঙ্গলবার Mrs. Saila Jana (215, The Fair Way, South Ruislip, middx HA4OSN) -এর গৃহে পদার্পণ করেন। সেখানে ভজন কীর্ত্তন পরিবেশিত হয়।

২৬-০৫-২০১০ তারিখ বুধবার লণ্ডন গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী মহা মহোৎসব পালিত হয়। শ্রীপাদ মহারাজ সমাগত শ্রদ্ধালু ভক্তগণের নিকট নৃসিংহদেবের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

২৭-০৫-২০১০ তারিখ বৃহস্পতিবার মিশনের এক প্রাচীন ভক্ত শ্রীমতি অঞ্জলী ঘোষ (63C Florence Road London, N4)-র গৃহে শ্রীপাদ মহারাজ ভজন কীর্ত্তন এবং বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সকল ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী ভাষণ শ্রবণ করে আনন্দিত হন।

২৮-০৫-২০১০ তারিখ শুক্রবার Mr. Narmada Dev (99, Bath Court. Bath Street Ec-iv INT) মহাশয়ের গৃহে ভজন ও বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

২৯-০৫-২০১০ তারিখে শনিবার Mr. Swapan Das (77 crescent Road, London SE 18 7A.H) মহাশয়ের গৃহে সকালে মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

৩১-০৫-২০১০ তারিখ সোমবার Sri Pulok Shome (4 Hannev Broad, Head Strand London-NY 9 5QB)-এর গৃহে পাঠ কীর্ত্তন ও ভাষণ প্রদান করা হয়। তথায় বহু শ্রদ্ধালু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

০১-০৬-২০১০ তারিখ মঙ্গলবার Mrs. Babli Roy (3, Thoresby house, Clissold Estate, Stoke Newington Chruch Road, London, N16 9HH) মহাশয়ার গৃহে পাঠ কীর্ত্তন ও ভাষণ প্রদান করেন।

২-০৬-২০১০ তারিখ বুধবার Mr. Krishna Das (16, Ecsham Road, London, N11 2RP)-এর গৃহে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন এবং ভাষণ প্রদান করেন।

৫-৬-২০১০ তারিখে শনিবার সকালে Mr. Bakul Shil (17, Rutland Cowrden London N4 IJW) নামক এক নবীন ভক্তের গৃহে ভজন কীর্ত্তন এবং ভাষণ প্রদান করেন। প্রায় ৭০-৮০ জন ভক্ত আগ্রহসহকারে মহারাজের বক্তব্য শ্রবণ করে পরমানন্দিত হন। পরিশেষে তাদের মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায় (Lurraine Estate. Com. Centre Haloway London N 7) Hall-এ কীর্ত্তন ও ভাগবতীয় কথা পরিবেশিত হয়। প্রায় শতাধিক বঙ্গবাসী শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সকলে মহারাজের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে পরমানন্দিত হন।

৬-৬-২০১০ তারিখ রবিবার সকালে Mr. Sukumar Dey (7. High Vrive, New Malden Surrey KT 3UT) মহাশয়ের গৃহে দুপুরবেলা ভজনকীর্ত্তন এবং ভাষণ প্রদান করেন।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলা নিকটবর্ত্তী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এক মনোরম পরিবেশে (Neville close off Lemington Road, Hounslow) হিন্দিতে ভজন কীর্ত্তন এবং ভাষণ প্রদান করেন। প্রায় দেড় শতাধিক ভক্ত উপস্থিত থেকে মহারাজের মুখ নিঃসৃত বৃত্রাসুর চরিত্র কথা শ্রবণ করতে থাকেন। পাঠের শেষে প্রশ্নোত্তর ক্লাসও করা হয়। সকলে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেন।

১০-৬-২০১০ তারিখ বৃহস্পতিবার মঠের শিষ্য Mrs. Amita Basu Mallick (6, Bourne House Percy Avenue ASH Ford TW 152PA) মহাশয়ার গৃহে মধ্যাহ্নে পাঠ কীর্ত্তন করেন।

১১-৬-২০১০ তারিখ শুক্রবার Mr. Krishna Murtty (35, Starley Road South all UB-2)-এর গৃহে ভজন কীর্ত্তন এবং হিন্দিতে ভাষণ প্রদান করেন।

১৩-৬-২০১০ তারিখ রবিবার Mrs. Bela Bhowmick (4, Sowerbury Avenue Lutor LU 2 & AF)-র গৃহে মধ্যাহ্নে ভজন কীর্ত্তন এবং ভাষণ প্রদান করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় Mrs. Ishani Roy (68 Cheltern House A, Bea confield Road, Edmorton N 9 UED)-এর গৃহে পাঠ কীর্ত্তন এবং ভাষণ প্রদান করা হয়। তথায় বহু ভক্ত সমাগম হয়। প্রায় দেড়মাস ব্যাপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিদেশে প্রচার করে শ্রীপাদ মহারাজ ১৫-০৬-২০১০ তারিখে কোলকাতার গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ❑